হাবাকুক

১ নবী হাবাকুকের দৈববাণী, যা তিনি দর্শনযোগে পান।

মিনতি নিবেদন

২ প্রভু, কতকাল আমি সাহায্যের জন্য ডাকব আর তুমি শুনবে না?
কতকাল তোমার কানে আমি চিৎকার করব, ‘উৎপীড়ন!’
আর তুমি ত্রাণ করবে না?
৩ কেন তুমি আমাকে দুষ্কর্ম দেখাচ্ছ,
কেন অত্যাচারের দিকে তাকিয়ে থাকছ?
আমার চোখের সামনে শুধু লুটপাট ও উৎপীড়ন;
বিচার হলে হুমকিই বিজয়ী।
৪ বিধান এখন নিস্তেজ,
সুবিচার কখনও দেখা দেয় না;
কেননা দুর্জন ধার্মিককে যুক্তিতে ছাপিয়ে যায়,
তাতে বিচার বিকৃত হয়ে পড়ে।

দর্শন

৫ তোমরা জাতিসকলের মধ্যে একবার চেয়ে দেখ,
রোমাঞ্চিত হও, হতবুদ্ধি হও:
কারণ এমন কেউ আছেন
যিনি তোমাদের দিনগুলিতে এমন কিছু সাধন করবেন,
যা বর্ণনা করলে কেউই বিশ্বাস করবে না।
৬ দেখ, আমি কাল্দীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা এমন নিষ্ঠুর ও দুঃসাহসী এক জাতি,
যারা পরের ঘর কেড়ে নেবার জন্য
বিস্তীর্ণ যত অঞ্চলও পার হয়ে যায়;
৭ তারা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর,
নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য স্থাপন করে।
৮ তাদের ঘোড়া চিতাবাঘের চেয়েও দ্রুতগামী,
সন্ধ্যাকালীন নেকড়ের চেয়েও উগ্র;
তাদের অশ্বারোহীরা লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ে,
তাদের অশ্বারোহীরা দূর থেকে এগিয়ে আসে;
তারা ওড়ে শিকারের উপরে নেমে পড়া ঈগল পাখির মত।
৯ তারা সকলে লুটপাটের জন্য এগিয়ে আসছে;

অগ্রসর হতে তারা উন্মুখ,
বন্দিদের জড় করে বালুকণার মত।
১০ রাজাদের বিষয়ে সেই জাতি হাসে,
নেতারা তাদের কাছে উপহাসের পাত্র,
যত দৃঢ়দুর্গ তাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু,
মাটি রাশি রাশি ক'রে তারা সেই দুর্গ কেড়ে নেয়।
১১ কিন্তু বাতাস হঠাৎ অন্য দিকে বয়,
তখন দোষী হয়ে তারা গত হয় …
এ তো তাদের দেবতার শক্তি!

মিনতি নিবেদন

১২ হে প্রভু, পরমেশ্বর আমার, পবিত্রজন আমার,
তুমি কি অনাদিকাল থেকে নেই?
আমরা মরব না, প্রভু!
বিচার সম্পাদন করার জন্যই তুমি তাকে নিরূপণ করেছ,
হে শৈল, শাস্তি দেবার জন্যই তাকে শক্তিশালী করেছ।
১৩ তোমার চোখ এমন নির্মল যে,
তুমি মন্দ দেখতে পার না,
দুষ্কর্মের প্রতিও তাকাতে পার না,
তবে দুর্জন যখন ধার্মিককে গ্রাস করে ফেলে,
তুমি কেন অপকর্মাদের দেখে নীরব থাক?
১৪ মানুষকে তুমি কর সাগরের মাছের মত,
শাসকবিহীন সামুদ্রিক প্রাণীরই মত।
১৫ সেই দুর্জন তার বড়শি দিয়ে সকলকে তুলে আনে,
জালে ধ'রে তাদের খালুইতে জড় করে,
পরে আনন্দোল্লাসে মেতে ওঠে!
১৬ এজন্য সে তার জালের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে,
তার খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়,
কারণ তা দিয়েই তার ভাল খোরাক জোটে ও তার খাদ্য শাঁসাল হয়।
১৭ তবে সে কি তার জালের মধ্য থেকে মাছ বের করতে থাকবে?
সে কি মমতা না দেখিয়ে জাতিসকলকে নিরন্তর বধ করে চলবে?

প্রহরীরূপে নিযুক্ত নবী

২ আমি আমার প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াব,
দুর্গমিনারে নিজেকে মোতায়েন রাখব;
তিনি আমাকে কী বলবেন, আমার অনুযোগে তিনি কী উত্তর দেবেন,
তা জানবার জন্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব।

প্রভুর উত্তর—যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে

২ তখন প্রভু উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন,
‘এই দর্শনের কথা লেখ,
লিপিফলকে তা স্পষ্ট অক্ষরে লেখ,
পাঠক যেন অনায়াসে তা পড়তে পারে।
৩ কারণ এই দর্শন একটা নিরূপিত কাল লক্ষ করে,
তা সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কোন মিথ্যা বলবে না;
দেরি করলেও তুমি তার প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ তার আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবে না।’
৪ দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে,
কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।
৫ আবার, ধনসম্পদ ভ্রান্তিজনক;
সেই অভিমানী সংস্থিত হয়ে থাকবে না,
পাতালের মতই বিস্তীর্ণ তার মুখ,
মৃত্যুর মত তারও কখনও তৃপ্তি হয় না;
সে সকল দেশ নিজের কাছে আকর্ষণ করে,
নিজের জন্য সকল জাতিকে জড় করে।
৬ সকলে কি তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে না?
তাকে নিয়ে কি হাস্যকর গল্প তৈরি করবে না?
লোকে বলবে:

পঞ্চ ‘ধিক্’

ধিক্ তাকে, যে এমন ধন জমিয়ে রাখে যা তার নয়,
—কতদিনের জন্য?—
যে বন্ধকী দ্রব্যের ভারে নিজেই ভারী হয়।
৭ তোমার পাওনাদারেরা কি হঠাৎ উঠবে না?
তোমার কর-আদায়কারীরা জেগে উঠলেই
তুমি কি তাদের শিকার হবে না?
৮ তুমি বহু বহু দেশের সম্পত্তি লুট করেছ,
তাই অন্য জাতিগুলি তোমার সম্পত্তি লুট করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।

৯ ধিক্ তাকে, যে নিজের কুলের জন্য অন্যায় অর্থ সংগ্রহ করে,
যেন নিজের নীড় উচ্চতে বাঁধতে পারে,
যেন অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে।
১০ তোমার নিজের কুলকে লজ্জা দিতে তুমি ষড়যন্ত্র করেছ,
বহু দেশের উচ্ছেদ ঘটিয়েছ,

তুমি তাতে নিজেরই বিরুদ্ধে পাপ করেছ।
১১ কেননা দেওয়াল থেকে পাথর নিজেই চিৎকার করবে,
ও কাঠামো থেকে কড়িকাঠ তার সঙ্গে পাল্লা দেবে।

১২ ধিক্ তাকে, যে রক্তপাতের উপরে নগর নির্মাণ করে,
যে অন্যায়ের উপরে শহর সংস্থাপন করে।
১৩ দেখ, এ কি সেনাবাহিনীর প্রভুর কাজ নয় যে,
আগুনের উদ্দেশেই জাতিগুলি পরিশ্রম করে,
ও অসারের উদ্দেশেই দেশগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়ে?
১৪ *কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,*
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুর গৌরবজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

১৫ ধিক্ তাকে, যে নিজের প্রতিবেশীকে পান করায়,
তাদের মাতাল করার জন্য যে বিষ ঢালে,
যেন উলঙ্গ অবস্থায় তাদের দেখতে পারে।
১৬ তুমি গৌরবে নয়, লজ্জায়ই পরিপূর্ণ;
এবার তোমারই পান করার পালা,
এবার তোমারই লিঙ্গের অগ্রচর্ম দেখাবার পালা।
প্রভুর ডান হাতের পানপাত্র তোমার দিকেই এবার ফিরছে,
হ্যাঁ, জঘন্য লজ্জা তোমার গৌরব আচ্ছাদিত করবে।
১৭ কারণ লেবাননের প্রতি সাধিত উৎপীড়ন তোমাকেই আচ্ছন্ন করবে,
ও পশুদের হত্যাকাণ্ড তোমাকে সন্ত্রাসিত করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।
১৮ দেবমূর্তিতে এমন উপকার কি যে,
তার নির্মাতা তা খোদাই করবে?
তা তো প্রতিমা ও মিথ্যা মন্ত্র মাত্র!
তার নির্মাতাও কেন সেগুলিতে ভরসা রাখে,
যখন সেগুলি বোবা পুতুলমাত্র?

১৯ ধিক্ তাকে, যে কাঠকে বলে, ‘জাগ!’
যে বোবা পাথরকে বলে, ‘পায়ে উঠে দাঁড়াও!’
(এ নবীয় বাণী!)
দেখ, তা সোনায় ও রুপোয় মোড়া,
কিন্তু তার মধ্যে প্রাণবায়ু নেই।
২০ কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত;
তাঁর সম্মুখে সমগ্র পৃথিবী থাকুক নিশ্চুপ!

৩ নবী হাবাকুকের প্রার্থনা ; সুর : বিলাপগানের সুর।

২ প্রভু, আমি শুনেছি তোমার যশের কথা,
প্রভু, তোমার কাজের জন্য আমি আতঙ্কিত,
আমাদের এই দিনগুলিতে তা পুনরুজ্জীবিত কর,
আমাদের এই দিনগুলিতে আবার তা জ্ঞাত কর,
তোমার ক্রোধে স্নেহ স্মরণ কর।
৩ পরমেশ্বর তেমান থেকে আসছেন,
সেই পবিত্রজন পারান পর্বত থেকে আসছেন, *বিরাম*
আকাশমণ্ডল তাঁর প্রভায় আবৃত,
পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।
৪ আলোর মতই তাঁর বিকিরণ,
তাঁর হাত থেকে দু'টো রশ্মি বহির্গত,
সেইখানে তাঁর শক্তি লুক্কায়িত।
৫ তাঁর আগে আগে মহামারী চলে,
তাঁর পাদচিহ্নে মড়ক এগিয়ে যায়।
৬ তিনি দাঁড়ালে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলেন,
তিনি লক্ষ করলে জাতিগুলিকে কম্পান্বিত করেন ;
সনাতন পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়,
সনাতন গিরিমালা নত হয় :
অনাদিকালীন তাঁর গতি।
৭ আমি দেখলাম, কুশানের যত তাঁবু আতঙ্কিত,
মিদিয়ান দেশের যত আবাস আলোড়িত।
৮ প্রভু, তুমি কি নদনদীর প্রতি ক্ষুব্ধ?
তোমার ক্রোধ কি নদনদীর উপরে জ্বলে ওঠে?
কিংবা সমুদ্রের উপরেই তুমি কি কুপিত যে,
তোমার অশ্বগুলি ও তোমার জয়রথগুলিতে চড়?
৯ তোমার ধনুক এখন একেবারে অনাবৃত,
তুমি বহু বহু তীর ছিলায় লাগাও। *বিরাম*
তুমি নদনদী দ্বারা পৃথিবীর বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ কর ;
১০ তোমাকে দেখে পাহাড়পর্বত কেঁপে ওঠে,
প্রচণ্ড জলরাশি ভেসে যায়,
অতল গহ্বর মহাগর্জন তোলে,
ও উর্ধ্বের দিকে হাত বাড়ায়।
১১ সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ বাসস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে,
তোমার তীরগুলির দীপ্তিতে,

তোমার বর্শার উজ্জ্বল তেজে তারা পালায়।
১২ সক্রোধে তুমি পৃথিবী পেরিয়ে গেছ,
সকোপে জাতিগুলিকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে দিয়েছ।
১৩ তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে,
তোমার অভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে ;
দুর্জন-কুলের নেতাকে তুমি চূর্ণ করেছ,
মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে অনাবৃত করেছ ; *বিরাম*
১৪ তোমার তীর দ্বারা তুমি তার যোদ্ধাদের নেতাকে বিঁধিয়ে ফেলেছ,
যখন তারা ঘূর্ণিবায়ুর মত আমাকে ছত্রভঙ্গ করতে আসছিল ;
তারা দুঃখীকে গোপনে গ্রাস করার জন্য কতই না আনন্দ করছিল !
১৫ তোমার অশ্বগুলি চড়ে তুমি পথ চলেছ সাগরের মধ্য দিয়ে
ফুলন্ত জলরাশির মাঝে।
১৬ আমি শুনলেই অন্তর কেঁপে উঠল,
সেই শব্দে আমার ওষ্ঠ হল শিহরিত,
ক্ষয় ধরল হাড়ে,
নিচে পা দু'টো হল কম্পান্বিত।
নিশ্চুপ হয়ে সেই সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায় আছি,
যেদিন এসে পড়বে আমাদের আক্রমণকারী জাতির উপর।
১৭ ডুমুরগাছ দেবে না মুকুল,
আঙুরলতায় ধরবে না ফল,
জলপাইয়ের ফসল হবে বিফল,
আমাদের খেত খাদ্য দেবে না,
ঘেরি থেকে বিলীন হবে মেষপাল,
গোয়ালে থাকবে না কোন গবাদি পশু।
১৮ আমি কিন্তু প্রভুতে উল্লাস করব,
আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে মেতে উঠব।
১৯ পরমেশ্বর প্রভু আমার শক্তি,
তিনি হরিণীর মতই দ্রুত করেন আমার পা,
তিনি উঁচুস্থানে আমাকে চালনা করেন।

গানবাজনার পরিচালকের জন্য। তার-বাদ্যযন্ত্রগুলিতে।